দৈনিক সংবাদ

174

তারিখ ... NOV. 09 1999 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২ ...

বেতিয়ারা শহীদ দিবস

মুহম্মদ আবদুস সামাদ সিকদার

ভূমিকা ঃ ১১ই নভেম্বর বেতিয়ারা শহীদ দিবস। আমাদের গর্ব ও গৌরবের একটি দিন। ১৯৭১ সালের ১১ই নভেম্বর কুমিল্লার বেতিয়ারা নামক স্থানে ৯ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। তাদের স্মরণেই প্রতিবছর ১১ই নভেম্বর পালিত হয় বেতিয়ারা শহীদ দিবস হিসেবে। সকল রাজনৈতিক দল এই দিবসটি পালন করে না। বেতিয়ারার শহীদরা ছিলেন ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ গেরিলা বাহিনীর সদস্য। তাই ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে বেতিয়ারা শহীদ দিবসটি আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হয়ে থাকে। ঘোষিত হয়, ১১ই নভেম্বর আমাদের গর্বের দিন, গৌরবের দিন। প্রাণঢালা শ্রদ্ধা জানানো হয়ে থাকে বেতিয়ারার বীর শহীদদের প্রতি।

বেতিয়ারা পরিচিতি ঃ বেতিয়ারা একটি গ্রামের নাম। কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার ছোট্ট একটি গ্রামের নাম বেতিয়ারা। জগন্নাথদীঘি ইউনিয়নের পূর্ব ও শেষ প্রান্তে বেতিয়ারার অবস্থান। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের গাংরা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন গ্রামটির নামই বেতিয়ারা। বেতিয়ারা থেকে ফেনী শহরের দূরত্ব ১০ মাইল। এই বেতিয়ারা নামক গ্রামেই ১৯৭১ সালের ১১ই নভেম্বর শহীদ হয়েছিলেন নিজামুদ্দিন আজাদসহ ৯ জন গেরিলা।

কি ঘটেছিল বেতিয়ারায় ঃ আসামের তেজপুর ও নেফায় প্রশিক্ষণশেষে ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের গেরিলা দলের প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাচের আমরা চারশ' গেরিলা আগরতলার বায়কোরা এসএসবি ক্যাম্পে সমবেত হয়েছিলাম। প্রহর গুনছিলাম, কখন দেশে ফিরব, শুরু করব হানাদারবিরোধী মুক্তিযুদ্ধ। পরিকল্পনা মোতাবেক ১১ই নভেম্বর একই দিনে দুটি গেরিলা দল দেশে ফেরার কথা ছিল। একটি বেতিয়ারা হয়ে, অপরটি কোনাবন সীমান্ত দিয়ে। সবুজ সংকেত না পাওয়ার কারণে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, একটি দলই বেতিয়ারা হয়ে দেশের ভেতর প্রবেশ করবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক শতাধিক গেরিলা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বায়কোরা এসএসবি ক্যাম্প থেকে যাত্রা শুরু করেন। তারা দুটো দলে বিভক্ত হয়ে দেশে ঢুকছিলেন। একদলের নেতৃত্বে ছিলেন প্রকৌশলী ইয়াফেস ওসমান, অন্যদলের নেতৃত্বে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীছাত্র নিজামুদ্দিন আজাদ। বেতিয়ারা প্রবেশের পূর্বে স্থানীয় গাইড গেরিলা দলকে সবুজ সংকেত দিয়েছিল। কিন্তু তারা জানত না তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল চরম পরিণতি। চৌদ্দগ্রাম যাওয়ার পথে, বেতিয়ারার কাছেই বাতিশা। বাতিশায় ছিল পাক বাহিনীর ক্যাম্প। ওরা গেরিলাদের আগমনী সংবাদ পেয়ে ছিল সম্পূর্ণ প্রস্তুত। গেরিলা দল ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে উঠার সাথে সাথেই ঝলসে উঠে হানাদারের স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র। ঝাঁঝরা হয়ে যায় ৯টি তাজা প্রাণ। এলাকাবাসীদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, ঘন্টাখানেক গাংরা বাসস্ট্যান্ড ধুয়ায় অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল এবং সারারাত ধরে বারুদের গন্ধ ভেসেছে বেতিয়ারার আকাশে-বাতাসে। বর্বর পাক বাহিনীর এই আকস্মিক আক্রমণ গেরিলা দলের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। তবু এরা লড়ে যাচ্ছিল। এক পর্যায়ে যুদ্ধ করতে করতে নিজামুদ্দিন আজাদের অস্ত্র অকেজো হয়ে যায়। ফলে অন্য ৮ জন সহযোদ্ধার সাথে তিনিও শহীদ হলেন।

বেতিয়ারা অপারেশনের পর ঃ এলাকাবাসী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া শহীদদের লাশের উপর বর্বর পাক হানাদারেরা বেয়নেট চার্জ করে। দেহগুলো টুকরো টুকরো করে নিশ্চিন্ত হয়ে বর্বরেরা স্থান পরিত্যাগ করে। ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত শহীদদের পচা-গলা লাশ এবং হাড়গোড়গুলো এভাবেই পড়ে থাকে যত্রতত্র। পাক হানাদারদের ভয়ে সেদিন কেউ তাদের সমাহিত করতে এগিয়ে আসেনি। স্বদেশ পাক হানাদারমুক্ত হওয়ার পর ১৬ই ডিসেম্বর স্থানীয় লোকজন ও সহযোদ্ধারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা দেহাবশেষ এবং হাড়গুলো একটি গণকবরে সমাহিত করেন।

বেতিয়ারা শহীদ বেদি ঃ গাংরা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন শহীদদের গণকবরের পাশেই নির্মিত হয়েছে বেতিয়ারা শহীদ মিনার। অর্ধবৃত্তাকার বেদির উপর অর্ধচন্দ্র আকৃতি নিয়ে ঊর্ধ্বমুখী সাদা স্তম্ভ। মাঝখানে কালো আয়তক্ষেত্র। বেদির সামনে শ্বেত পাথরে লেখা আছে শহীদদের নাম। বেদি সংলগ্ন গণকবরে শুয়ে আছেন নিজামুদ্দিন আজাদ, সিরাজুম মুনির, জহিরুল হক দুদু, সফিউল্লাহ, আওলাদ হোসেন, কাইয়ুম, বসিরুল ইসলাম; মোঃ শহীদুল্লাহ ও কাদের মিয়া। ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়ক পথে আসতে— যেতে বেতিয়ারার শহীদ মিনার সকলেরই চোখে পড়বে। চোখে পড়বে এর প্রতি অবহেলাও। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব, অযত্ন আর অবহেলায় আচ্ছন্ন বেতিয়ারা শহীদ বেদি।

বাঙালি জাতির কাছে প্রত্যাশা ঃ আশা করি প্রতিবছরের মতো এ বছরও ১১ই নভেম্বর বেতিয়ারা শহীদ দিবস পালিত হবে। ফুলে ফুলে ভরে উঠবে বেতিয়ারা শহীদ মিনার। ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মী এবং সহযোদ্ধারা বেতিয়ারা যাবেন। কিন্তু অন্যরা, অন্যদলের লোকেরা বেতিয়ারা দিবস পালন করেন কি? মুক্তিযোদ্ধারা কি শুধুই কোন বিশেষ দলের হয়ে থাকে? জাতির কাছে প্রত্যাশা থাকল বেতিয়ারা শহীদ দিবস হবে সার্বজনীন। বেতিয়ারা যাবেন সব দলের, সব শ্রেণীর লোক। বেতিয়ারা থেকে নতুন প্রজন্ম পাবে অন্তহীন প্রেরণা। বেতিয়ারা শহীদদের সহযোদ্ধা হিসেবে বাঙালি জাতির কাছে এটা আমার প্রত্যাশা, এটা আমার দাবি।